দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 24 APR 2003
পৃষ্ঠা ...

বর্ণমালা চেনার আগেই শুদ্ধ উচ্চারণে পড়া শিখে গেছে ওরা-স্পেকট্রাম স্কুলে ব্যতিক্রমী শিক্ষা পদ্ধতি

আশীষ-উর-রহমান শুভ

ব্যাপারটি বিস্ময়কর। শ্রেয়ার বয়স চার বছর প্রাস। বর্ণমালা মুখস্থ করার আগেই সে গড়গড় করে পড়ে ফেলতে শিখেছে লেডিবার্ড সিরিজের 'ফ্রগ এ্যান্ড দি দলিপপ' নামের বইখানা। শুধু শ্রেয়া কেন তার ক্লাসের বন্ধু জালাল উদ্দিন, মেঘা, ইশতার সবাই পড়তে পারে এই সিরিজের চমৎকার সব রঙিন ছবি আঁকা দু'তিনখানা করে বই। অথচ তাদের কেউই এবিসিডি মুখস্থ করেনি আগে থেকে। বর্ণমালা চেনার আগেই শুদ্ধ উচ্চারণে পড়া শিখে গেছে তারা। আর বইগুলো যখন তারা পড়তে থাকে-তখন যদি বলা হয় যে তাদের আদৌ বর্ণমালা মুখস্থই করানো হয়নি তাহলে কেবল বিস্ময়করই নয়, অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে। তা কি করে সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে তাই ঘটেছে-সেভাবেই শিক্ষা দান করা হচ্ছে ধানমণ্ডি নয়-এর এ রোডের স্পেকট্রাম ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে।

স্পেকট্রাম স্কুলের পুরো শিক্ষাদান পদ্ধতিই ব্যতিক্রমধর্মী। সাধারণত ইংরেজী মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্লে গ্রুপ, নার্সারি, কেজি ওয়ান এবং কেজি টু পার হয়ে তবে ক্লাস ওয়ানের পড়া শুরু করে শিশুরা। এর ফলে প্রথম শ্রেণীতে ওঠার আগেই মূল্যবান চারটি বছর পেরিয়ে যায় তাদের জীবন থেকে। অল্প বয়সে শিশুদের উপরে এই প্রচলিত পদ্ধতিতে পড়ালেখার চাপও থাকে বেশি। এসব বিবেচনা করে স্পেকট্রাম স্কুলে বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যাতে শিশুরা দু'বছরেই প্রিস্কুলিং পর্যায় শেষ করে প্রথম শ্রেণীতে উঠতে পারে আবার উপরে পড়ালেখার চাপও বেশি না পড়ে। কি সেই পদ্ধতি তা বিস্তারিত জানালেন স্কুলের অধ্যক্ষ সোহাইল আক্তার পান্না। তিনি বললেন, প্রচলিত পদ্ধতিতে সাধারণত আগে শিশুদের বর্ণমালা মুখস্থ করানোর মাধ্যমে অক্ষর শেখানো হয়। শিক্ষকরা ক্লাসে পাঠদান করেন- শিক্ষার্থীরা তা শুনে শুনে রপ্ত করে। এখন উন্নত বিশ্বে শিক্ষার এই পুরনো পদ্ধতি উঠে গেছে। এখন ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই পড়ে, সেভাবেই তাদের প্রস্তুতি নিতে উৎসাহিত করা হয়।

—জনকণ্ঠ

ধানমণ্ডিতে ভিন্নধর্মী শিক্ষা ব্যবস্থার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্পেকট্রামে খুদে শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুমে

কোথাও ঠেকে গেলে শিক্ষক তাদের সাহায্য করেন। আমরা সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি। 'দেখা ও বলা' এই পদ্ধতিতে শিশুদের পড়তে শিখাচ্ছি। লেডিবার্ড সিরিজের বইগুলো বিশ্বজোড়া এখন শিশুপাঠ্য হিসাবে প্রচলিত। বইতে ছবির সঙ্গে পরিচিতি লেখা থাকে, বাচ্চারা ছবি দেখে এবং শব্দটি দেখে। মুখে বলে। এভাবেই তারা ছবি দেখে শব্দটি চিনে নেয়। এই ছবিগুলো দেয়ালে ও বোর্ডে এঁকে রাখা হয় বড় করে। বাচ্চারা সেগুলো দেখে ও পড়ে। যেমন ধরা যাক একটি পুরুষের ছবির সঙ্গে লেখা ড্যাড। বাচ্চারা শিখবে ডি এবং এ দু'টি অক্ষর। পরে অন্যকোন শব্দে এই অক্ষর দুটো এলে অনায়াসেই তারা সেগুলো চিনে নিতে পারবে। এভাবেই এই বইগুলোতে বিভিন্ন ছবি ও নামের মাধ্যমে পুরো বর্ণমালা তাদের চিনিয়ে দেয়া হয়। 'এ ফর এ্যাপেল' এভাবে শেখানো হয় না। কারণ 'এ' দিয়ে এ্যাপেল ছাড়া অনেক শব্দই হয়। এর পর ঐ শব্দগুলো লেখা কার্ড তাদের দেয়া হয়, এই কার্ডগুলো দেখে তারা বইয়ের শব্দগুলো

(... কঃ দেখুন)

বর্ণমালা চেনার আগেই

(৮-এর পাতার পর)

খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। ফলে পুরো বইটিই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের চেনা হয়ে যায়। একইভাবে 'দেখা ও লেখা' পদ্ধতিতে শব্দগুলো দেখে দেখে তাদের লেখা শেখানো হয় এবং বাবামায়েরা যাতে বাড়িতে ছেলেমেয়েদের বর্ণমালা মুখস্থ করাতে না পারেন সেজন্য বইগুলো স্কুলেই রাখা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের জোড়া অক্ষরের উচ্চারণ শেখানো হয়। প্রথম বছর শেষ হওয়ার আগেই তারা বানান করে পড়তে শিখে যায়। তিনি বললেন, এভাবেই আমরা শিশুদের উপরে কোন চাপ না দিয়েই এক বছরের মধ্যেই তাদের পড়তে শিখিয়ে দিই। এখানে প্রিস্কুলিং পর্বে দুই বছর। এলিমেন্টারি ওয়ান এবং টু পর্ব শেষ করে তারা তৃতীয় বছরে ক্লাস ওয়ানে উঠতে পারে।

স্পেকট্রাম ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও লেভেল পর্যন্ত। এখানে অষ্টম শ্রেণীর পর থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাসের বদলে প্যাকেজ ভিডিওতেও পড়ানো হয়। প্রতি ক্লাসে ভর্তি করা হয় ২৫ জন। জুন মাস থেকে ক্লাস শুরু। এপ্রিলে ভর্তি। এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবিষয় মুখস্থ করানোর চেয়ে গুরুত্ব দেয়া হয় বিষয়টি যাতে তারা আয়ত্তে আনতে পারে তার উপরে। সৃজনশীলতা ও চিন্তা করতে তাদের উৎসাহিত করা হয়। নিয়মিত পাঠক্রমের পাশাপাশি বিজ্ঞানমেলা, শিক্ষা সফর, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-এ সবের আয়োজন করা হয় নিয়মিতভাবে।

শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের অধ্যক্ষ সোহাইল আক্তার পান্নার। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে শিক্ষা সমাপন করে শিক্ষকতা শুরু করেন ১৯৭৮ সাল থেকে। বিদেশে ছিলেন দীর্ঘদিন- ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত। জেদ্দায় সেখানকার দূতাবাস স্কুলে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশে ফিরে স্পেকট্রাম স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৮৯ সালে। এখন স্পেকট্রাম স্কুলে ছাত্রছাত্রী দুই শতাধিক। তিনি চল্লিশ জন অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করছেন এই স্কুলে। যে অল্প ক'টি ইংরেজী মাধ্যমের স্কুল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে স্পেকট্রাম স্কুল তাদের অন্যতম। নতুন পদ্ধতিতে নতুন দিনের মানুষ গড়ার উদ্যোগ চলছে এই বিদ্যায়তনে।